মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের আসতে দিন

মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে বাংলাদেশে নয়, সৌদি আরবে এসে। গেল বছর আমার কম্পিউটারের একটি সমস্যা সারানোর প্রয়োজন ছিল। তাই আমাকে যেতে হয়েছিল জেদ্দায় অবস্থিত একটি কম্পিউটার মার্কেটে। সেখানে গিয়ে দেখি মার্কেটটিতে সারি সারি কম্পিউটারের দোকান। সৌদি আরবের অন্যান্য যে কোন স্থানের মত সেখানকার কর্মীদেরও অধিকাংশই বাংলাদেশি। তাদের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে তাদের বাংলা উচ্চারণ শুনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হলে আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করি, চট্টগ্রামের কোন অঞ্চল থেকে তারা এসেছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তারা আমাকে জানান, তারা বাংলাদেশি নন, বর্মাইয়্যা।

সাবেক বার্মা বা বর্তমান মিয়ানমারের নাগরিকদের সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ ঘটে এভাবেই। পরবর্তীতে বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি, এরা মূলত মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত মিয়ানমারের নাগরিক। খুব সম্ভবত আশির দশকে বর্তমানের মত সংঘটিত একটি দাঙ্গায় তারা বাংলাদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হন। সেসময় বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল

এবং পরবর্তীতে সৌদি আরব সরকার তাদের নিতে রাজি হওয়াতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে তাদের অনেকেই পাড়ি জমান সৌদি আরবে। বর্তমানে সৌদি আরবে এই ধরনের অসংখ্য মিয়ানমারের নাগরিক রয়েছেন যারা বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী এবং মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত।

যাইহোক, মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আবারো আমাদের সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে মিয়ানমারে একই কায়দায় জাতিগত সহিংসতার কারণে দলে দলে মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে আশ্রয় চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের মিডিয়া মানবিক এই দুর্যোগের বিষয়টাকে সবার সামনে তুলে আনছে বিভিন্ন রিপোর্ট এবং ছবির মাধ্যমে।

বাংলাদেশ সরকার সংগত কারণেই তাদেরকে নিতে রাজি হচ্ছে না কারণ এরই মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক মিয়ানমারের নাগরিক দেশের টেকনাফ এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। তাদের অবস্থানের কারণে পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে, বনভূমি উজাড় হচ্ছে, এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে সামগ্রিক দারিদ্র্য। তাই বাংলাদেশ এখন আর এই উটকো ঝামেলাকে নিজের কাঁধে নিতে রাজি নয়।

তবে সরকারের এই ধরনের একটি অবস্থানের বিপরীতে আমরা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই এই বিষয়টিকে ভৌগলিক বাধ্যবাধকতার সীমারেখায় না রেখে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ১৯৭১ সালে একই কায়দায় প্রায় এক কোটি বাঙালি পাড়ি জমিয়েছিল পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়া তখন তাদেরকে তাড়িয়ে না দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল, খাবার দিয়েছিল।

এর পরবর্তীতে অসংখ্য বাংলাদেশি নাগরিক বিভিন্ন সময়ে জীবিকার সন্ধানে পাড়ি জমিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তাদের সবাই যে বৈধভাবে গিয়েছিলেন তা নয়; তাদের অনেকেরই কোন বৈধ কাগজপত্র ছিল না। কিন্তু এই ধরনের একটি বিষয়কে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা এখন বৈধভাবে থাকতে পারছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের অত্যাচারিত নাগরিকরা বাংলাদেশকে একটি উন্নততর দেশ হিসাবে বিবেচনা করছে বলেই তারা বাংলাদেশে আশ্রয় চাইছে। বাংলাদেশের অবস্থা যদি আরো খারাপ হত, এখানে যদি খুনোখুনি, বোমাবাজি ইত্যাদি লেগেই থাকতো, তাহলে তারা বাংলাদেশে না এসে হয়তো অন্য কোন দেশে গিয়ে আশ্রয় চাইত।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি যদি ভবিষ্যতে আরো উন্নত হয়, তাহলে অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও বাংলাদেশে এসে আশ্রয় চাইতে পারেন, এই ধরনের মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার সময় এখন এসেছে। আমরা বাংলাদেশের সরকারকে বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার আবেদন জানাই।

অতি সম্প্রতি সরকার প্রায় লক্ষাধিক কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে। সেখানে বিভিন্ন সেক্টরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় হাজার হাজার কোটি টাকা। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা যদি আরো এক লক্ষ বেড়েই যায়, তাহলে আমাদের সবার যে ভাতের টান পড়বে না, সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আমরা তো এখন আর সেই পর্যায়ে নেই।

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট
১৫/০৬/২০১২

ছবিসূত্রঃ দি ডেইলি স্টার